What were the three transitional cultures of Southern Mesopotamia that prepared the ground for the growth of Sumerian civilization.

The growth of Sumerian civilisation was a gradual process that can be seen in the transitional cultures of North Mesopotamia (Hassuna, Samarra and Halaf) and South Mesopotamia (al-Ubaid, Uruk and Jemdet Nasr). Civilisational features developed first in Southern Mesopotamia which was a low rainfall area, but the land was extremely fertile. The earliest settlements were along the banks of the Tigris and the Euphrates. Subsequently, canals were dug to carry the water to the fields located at a distance from the rivers. A network of canals and barrages came up in Southern Mesopotamia which the full potential of the region to be realized, making it the centre of the earliest bronze age civilisation.

With the settlements of Southern Mesopotamia three transitional neolithic cultures developed in the region. The earliest was the al-Ubaid culture (5000–4000 BC). This was followed by one of the most prominent cultures of West Asia — the Uruk culture (4000 to 3200 BC). Finally, the Jamdat Nasr culture (3200 to 3000 BC) culminated in the emergence of Sumerian civilization.

Ubaid was a cluster of small rural communities situated along the river silt of the Euphrates valley. Indeed the al-Ubaid culture marked the first major attempt to adapt to the environment of Southern Mesopotamia (*) Initially advantage was taken of natural channels to irrigate crops. Wheat and barley were grown. Goats and sheep were also reared. Fish, procured from the Euphrates and Tigris, as well as from marshes in Lower Mesopotamia, was an important source of food. The nutritious date palm which grows in abundance in the area would have supplemented the diet.

Ubaid sites have suggested that people of this culture lived in multi-roomed rectangular houses with various sizes. The variation in the size of the houses and construction materials indicate social and economic differentiation. During this

(*) Various settlements in this region have been collectively termed as al-Ubaid culture after a small site Al-Ubaid near Ur. The other prominent sites of the Ubaid culture are Tell Abada, Khit Basim, Tel el Gheili and Eridu.

(*) The digging and upkeep of canals [illegible] which was done under the supervision of temples.

period temples played a key role in the ~~formative phase~~ development of political institutions and helped to shape economic activity. A major function of the temples was to organize irrigation. From small shrines at the beginning of the al-Ubaid culture temple grew into massive structures.

Uruk (4000-3200 BC), a large settlement situated near Euphrates and corresponds to Modern Warka, is considered as a phase of qualitative advancement over al-Ubaid culture. Indeed the contribution of the Uruk culture to human civilization is remarkable. This culture has yielded the earliest evidence of the use of the wheel and the plough as well as of writing. With the Uruk culture we move from prehistory to protohistory. The Uruk culture saw the beginnings of wheel-turned pottery. Beautiful wheel-turned vases have been found at various Uruk sites. Wheel making was a momentous step from technological point of view. Wheels could be made efficiently only with metal tools like axes and saws to give it a round shapes. Next shape in the technological development was the manufacturing of wheels for carts that were used for the purpose of transportation. The workmanship involved in making wheels and carts indicates that there were specialist carpenters in Uruk. In agriculture the introduction of the plough was the main breakthrough. This new tool rendered the breaking of soil much easier. The most outstanding achievement of Uruk was the development of writing.

Towards the end of the Uruk period several settlements in Sumeria had grown into cities. The process of transition from villages to cities continued in the Jamdat Naser period. Jamdat Nasr is known for its painted polychrome and monochrome potteries displaying geometrical patterns and depiction of few animals. People were familiar with kiln firing of pottery that consisted of large jars, bowls and cups. A number of cylinder seals and stamp seals made of clay have also been found from archaeological excavations. Most of these seals are ende depiction of humans and animals. An improved irrigation system, increasing trade and more specialisation of crafts are other features associated with this culture. A number of urban centres had come up in Southern Mesopotamia

F. by c. 3200-3100 B.C. Gordon Childe calls this phenomenon, the Urban revolution.

Explain the nature and consequences of the intervention of the USA in the Korean war (কোরিয়ার যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত থাকার প্রকৃতি ও ফলাফল ব্যাখ্যা কর।)

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই রাজনীতির পরিবর্তন হয়। ইউরোপে সাম্যবাদ-বিরোধী (Policy of containment) রোধনী নীতি অবলম্বন করে বহুদলীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূরের দেশে এক আঞ্চলিক সংকটের সম্মুখীন হয় এবং গরম যুদ্ধের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। কোরিয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতিতে ইউরোপ-কেন্দ্রিকতার অবসান হয় এবং এশিয়ার দ্বন্দ্বে মার্কিন রোধনী নীতির প্রবর্তন ঘটে পরিণত হয়। সুদূরপ্রাচ্যে অবস্থিত কোরিয়া দীর্ঘদিন ধরে অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রিত ছিল। উনিশ শতকের শেষভাগে কোরিয়াকে কেন্দ্র করে চিন-জাপান যুদ্ধের সূচনা হয়, চিনের পরাজয়ের পর (১৮৯৫ খ্রি.) কোরিয়ায় জাপানের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান কোরিয়াকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে। যুদ্ধের শেষে জাপানকে দ্রুত পরাজিত করার জন্য মার্কিন ও সোভিয়েত সেনাবাহিনী কোরিয়ায় প্রবেশ করে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের কায়রো সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও চিন স্থির করে যে কোরিয়াকে জাপানের প্রভাবমুক্ত করে তাকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হবে। তবে যুদ্ধশেষে ৩৮° অক্ষাংশ সমান্তরাল রেখাকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত বাহিনী ও দক্ষিণে মার্কিন বাহিনী পরিণতি হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে জাপানের পরাজয়ের পর যদিও কোরিয়া জাপানের অধীনতা থেকে মুক্তি পেল, কিন্তু কোরিয়া দুই মহাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পরিণত হলো। কোরিয়াকে কেন্দ্র করে ঠাণ্ডা যুদ্ধ এশিয়াতে চলে আসে।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেয় যে কোরিয়াতে অস্থায়ীভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি যৌথ কমিশন গঠন করা হবে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কোরিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে রুশ-মার্কিন মতবিরোধের ফলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ার সমস্যাকে জাতিসংঘের রাজনৈতিক কমিটির কাছে উত্থাপন করেছিল। আমেরিকার উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৪ নভেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আহ্বানে সভায় কোরিয়া সম্পর্কে ৯ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি অস্থায়ী কমিশন গঠন করেছিল। কোরিয়ায় আন্তর্জাতিক ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও কোরিয়া থেকে বিদেশি সেনা প্রত্যাহারের দায়িত্ব এই কমিশনের ওপর ন্যস্ত হলো। কিন্তু সোভিয়েত কূটনীতিবিদ কে.পি. এস. মেনন এই কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন।

১৯৪৮ সালের ১০ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এর এই আগস্ট সিংম্যান রী (Syngman Rhee)-র নেতৃত্বে আমেরিকার অনুগামী এক

সরকার গঠিত হয়। এরপর ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট নেতা কিম ইল সুঙ (Kim Il Sung) এর নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ার বন্ধুভাবাপন্ন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর কোরিয়ার রাজধানী হয় পাং-য়ং-য়ং। উত্তর কোরিয়ার নাম হয় গণতান্ত্রিক কোরিয়া (The People's Democratic)। এইভাবে দুই বৃহৎ শক্তির প্রভাবে কোরিয়া দ্বিধা লাভ করে এবং পরিণতি হয় এবং কোরিয়া দ্বিখণ্ডিত হয় পড়ে।

(এরপর ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোরিয়া সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করার ভাবনা করার সুযোগ পায়নি। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ায় ডগলাস ম্যাকআর্থার-এর সরকার সঠিক সময়ে আমেরিকার ভূমিকা স্পষ্ট হয় ওঠে। এরপর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার এক জোটগত সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৭৫ মিলিয়ন ডলার সামরিক সাহায্য দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবে সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের সংবিধান সভা সিদ্ধান্ত নেয় দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারই হল কোরীয় জনগণের বৈধ সরকার। সংবিধান সভা কোরিয়া থেকে বিদেশী সেনা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। সংবিধান সভা ৭ দফা বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল কোরিয়ায় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল। আমেরিকা নিজের স্বার্থেই কৃত্রিমভাবে দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নতি ঘটানোর সচেষ্ট হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১০ মিলিয়ন ডলার। দক্ষিণ কোরিয়াকে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য দিয়েছিল। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী ১ লক্ষের উপরে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়াকে পরিকল্পিতভাবে সাহায্য ও সাজ দিয়ে কোরিয়া উপদ্বীপে এক উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৫০ সালে সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডিন এচেসন ও প্রতিরক্ষা সচিব লুই জনসন পররাষ্ট্র দপ্তরে দক্ষিণ কোরিয়া সফর করে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট ডিপার্টমেন্টের পররাষ্ট্রবিষয়ক জন ফস্টার ডালেস দক্ষিণ কোরিয়ার আইনসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে সবধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ মার্কিন সাহায্যপুষ্ট দক্ষিণ কোরিয়া সাম্যবাদী উত্তর কোরিয়াকে যুদ্ধের হুমকি দিতে থাকে। তাই কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিনীদের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায়না।)

১৯৫০ সালের ২৫শে জুন উত্তর কোরিয়া ৩৮° রেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্য প্রেরণ করলে আনুষ্ঠানিকভাবে কোরিয়া যুদ্ধের সূচনা হয়। উত্তর কোরিয়াকে আইনগত দিক থেকে আক্রমণকারী বলা হয়ে থাকে এবং এর পেছনে সোভিয়েত রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়। সোভিয়েত রাশিয়া এই যুদ্ধের পিছনে কোনো ভূমিকা নেই বললেও এরকম ঠিক যে সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থন ছাড়া উত্তর কোরিয়া কখনই

এই যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে সাহস করেননি। দক্ষিণ কোরিয়াকে উত্তর কোরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে সোভিয়েত রাশিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার বন্দর ও উপকূলভাগ-কে বাণিজ্যের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। তাই বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন কোরিয়া যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছিল তেমনি সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকাও এই যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল। আঞ্চলিক যুদ্ধ-রূপে শুরু হলেও ধীরে ধীরে কোরিয়া যুদ্ধ একটি ব্যাপক বৃহত্তর ও দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে পরিণত হয় এবং ১৯৫০ সালের জুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারকে সব ধরনের সাহায্য দানের অঙ্গীকার করেন। ২৭শে জুন নিরাপত্তা পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে সিংম্যান রী-র সরকারকে সব ধরনের সাহায্য দেওয়া হবে। ডগলাস ম্যাক আর্থারের নেতৃত্বে নিরাপত্তা পরিষদের বাহিনী কোরিয়া যুদ্ধে অংশ নেয়। কোরিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর সৈন্যদের শতকরা ৫০ ভাগ ছিল মার্কিন সেনা, ৪০ ভাগ ছিল দক্ষিণ কোরিয়ার সেনা এবং ১০ ভাগ ছিল অন্যান্য দেশের। বিমান বাহিনীর নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করেছিল। এই বাহিনী উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদের ৩৮° রেখার উত্তরে হটিয়ে দিয়েছিল এবং কিম সাম্রাজ্যের মধ্যে উত্তর কোরিয়া পদানত হয়। চীন সীমান্ত সংলগ্ন ইয়ালু নদীর তীর পর্যন্ত সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সেনাবাহিনী অগ্রসর হয় এবং এই সময়ে কোরিয়ার বিমান বোমা বর্ষণ করে। এই সুযোগে সাম্যবাদী চীনকে আক্রমণ করা ছিল মার্কিনীদের আসল উদ্দেশ্য। মার্কিন বাহিনী চিনের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করলে চিনের পক্ষে এই যুদ্ধে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা সম্ভব ছিলনা। চিন কোরিয়া যুদ্ধে অংশ নিলে এই যুদ্ধ বৃহত্তর আন্তর্জাতিক চরিত্র ধারণ করেছিল।

(নিরাপত্তা পরিষদে ১৯৫০ সালের ৩রা নভেম্বর চিনের আক্রমণ ও কোরিয়ায় হস্তক্ষেপের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা করে ও মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। ৯-১ ভোটে এই প্রস্তাব নাকচ হয়। ভারত ভোটদান বিরত ছিল।

চিনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বাহিনী পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। ১৪ই মার্চ সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বাহিনী পুনরায় সিউল অধিকার করে নেয়। ২৫শে মার্চ ৩৮° রেখায় অতিক্রম করা হল। কিন্তু যুদ্ধের গতিধারায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হল। মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাক আর্থার যুদ্ধকে আর কোরিয়ায় সীমাবদ্ধ না রেখে চিনের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাবে চিনের উপকূল ভাগকে নৌশক্তি দ্বারা অবরোধ করে চিনের সামরিক ও শিল্পকেন্দ্রগুলির ওপর আণবিক বোমা বর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ম্যাক আর্থারের বদলে রনকোশল জেনে চিনের সাথে দীর্ঘস্থায়ী বিতর্ক এড়াতে পারার

আকারে ঝুঁকি নিতে রাজি হননি। তাই তিনি পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোর জন্য ম্যাক আর্থারকে বরখাস্ত করেন (১১ই এপ্রিল, ১৯৫১) এবং জেনারেল ম্যাথু রিজওয়ে (Matthew Ridgway) কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। ফলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে। রাশিয়া যুদ্ধবিরতির জন্য উদ্যোগী হয়। যুদ্ধবন্দী সমস্যার সমাধানের জন্য তারত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের একটি সংগঠন গঠনের প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাবে ভিত্তিতে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যাবর্তন কমিশন (Neutral Nations Repatriation Commission) গঠিত হলো এবং এর এই সংস্থার চেয়ারম্যান হয়। সর্বত্র প্রিজনারদের ১২ জন যুদ্ধবন্দী বিনিময় সংক্রান্ত আলাপ প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবশেষে ২৭শে জুলাই বিদ্যমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব অনুমোদিত হয় হলে কোরিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটে।

কোরিয়া যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এই যুদ্ধে মার্কিনীদের অংশগ্রহণের কারণ ছিল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কোরিয়াকে সংযুক্ত করে সেখানে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে কায়েম করা। কোরিয়াকে তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করা ছিল মার্কিনীদের উদ্দেশ্য। কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধে ফলাফল মার্কিনীদের সেই আশাকে পূরণ করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখীন হয়। মার্কিনীদের হস্তক্ষেপ চীনকে এই যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য করেছিল। মূলত কোরিয়া যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী আমেরিকা কমিউনিস্ট চীনকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁর সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। কোরিয়া যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক জোটের পথ অনুসরণ করেছিল। সেটো সালে জাপানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ANZUS চুক্তি পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে CENTO জোট, SEATO জোট ইত্যাদি আমেরিকা সম্পাদন করেছিল। তাই বলা যায় কোরিয়া যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাম্যবাদ-বিরোধী রণকৌশল গ্রহণে বাধ্য করেছিল।